

1. শিরোনাম
2. গীতালি
3. অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে
4. অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে
5. অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
6. আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
7. আঘাত ক'রে নিলে জিনে
8. আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
9. আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে
10. আবার যদি ইচ্ছা কর
11. আমার আর হবে না দেরি
12. আমার সকল রসের ধারা
13. আমার সুরের সাধন রইল পড়ে
14. আমি পথিক, পথ আমারি সাথি
15. আমি যে আর সহিতে পারি নে
16. আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
17. আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো
18. আলো যে যায় রে দেখা
19. এই আমি একমনে সাঁপিলাম তাঁরে
20. এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে
21. এই কথাটা ধ'রে রাখিস
22. এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে
23. এই নিমেষে গণনাহীন
24. এই যে কালো মাটির বাসা
25. এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
26. এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
27. এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই
28. এতটুকু আঁধার যদি
29. এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
30. এদের পানে তাকাই আমি
31. এবার আমায় ডাকলে দূরে
32. ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
33. ও আমার মন, যখন জাগলি না রে
34. ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
35. ওগো আমার হৃদয়-বাসী
36. ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর
37. ও নির্ভুর, আরো কি বাণ

38. ওরে ভীক, তোমার হাতে নাই ডুবনের ভার
39. কাণ্ডারী গো, যদি এবার
40. কাঁচা ধানের খেতে যেমন
41. কুল থেকে মোর গানের তরী
42. কেমন ক'রে তড়িৎ-আলোয়
43. কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে
44. ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু
45. খুশি হ তুই আপন-মনে
46. গতি আমার এসে
47. ঘরের থেকে এনেছিলেন
48. ঘুম কেন নেই তোরি চোখে
49. চোখে দেখিস, প্রাণে কান্না
50. জীবন আমার যে অমৃত
51. তুমি আড়াল পেলে কেমনে
52. তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে
53. তোমার কাছে এ বর মাগি
54. তোমার কাছে চাই নে আমি
55. তোমার খেলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
56. তোমার দুয়ার খেলার ধ্বনি
57. তোমার ডুবন মর্মে আমার লাগে
58. তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে
59. তোমায় ছেড়ে দূরে চলার
60. তোমায় সৃষ্টি করব আমি
61. দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
62. দুঃখ যদি না পাবে তো
63. দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
64. নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী
65. নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে
66. না গো, এই যে ধুলা আমার না এ
67. না বাঁচাবে আমায় যদি
68. না রে তোদের ফিরতে দেব না রে
69. না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন
70. পথ চেয়ে যে কেটে গেল
71. পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে
72. পথে পথেই বাসা বাঁধি
73. পথের সাথি, নমি বারম্বার
74. পান্ন তুমি, পান্ন জনের সখা হে
75. পুষ্প দিয়ে মার' যাবে

76. প্রেমের প্রাণে সহিবে কেমন ক'রে
77. ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে
78. বাজিয়েছিলে বীণা তোমার
79. বাধা দিলে বাধবে লড়াই
80. বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ
81. বৃন্ত হতে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি
82. ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
83. ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
84. মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে
85. মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
86. মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
87. মেঘ বলেছে যাব যাব
88. মোর মরণে তোমার হবে জয়
89. মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
90. যখন তুমি বাঁধছিলে তার
91. যখন তোমায় আঘাত করি
92. যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
93. যাস নে কোথাও ধৈর্যে
94. যেতে যেতে একলা পথে
95. যেতে যেতে চায় না যেতে
96. যে থাকে থাক-না দ্বারে
97. যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে
98. লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
99. শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
100. শুধু তোমার বাণী নয় গো
101. শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে
102. সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
103. সন্ধ্যা হল, একলা আছি ব'লে
104. সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের পর্দাখানি
105. সহজ হবি, সহজ হবি
106. সারা জীবন দিল আলো
107. সুখে আমায় রাখবে কেন
108. সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি
109. সেই তো আমি চাই
110. হিসাব আমার মিলবে না তা জানি
111. হৃদয় আমার প্রকাশ হল
112. সম্পর্কে

# গীতালি ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি  
 কেমন করে।  
 আকাশ কাঁপে তারার আলোর  
 গানের ঘোরে।  
 তেমনি করে আপন হাতে  
 ছুঁলে আমার বেদনাতে,  
 নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি  
 জীবন-পরে॥

বাজে ব'লেই বাজাও তুমি  
 সেই গরবে  
 ওগো প্রভু, আমার প্রাণে  
 সকল স'বে।  
 বিষম তোমার বহিষ্কারে  
 বারে বারে আমার রাতে  
 জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা  
 ব্যথায় ভ'রে॥

১৩ আশ্বিন [১৩২১]

রাত্রি

শান্তিনিকেতন

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে।  
 অচেনাকেই চিনে চিনে  
 উঠবে জীবন ভরে।  
 জানি জানি, আমার চেনা  
 কোনোকালেই ফুরাবে না,  
 চিহ্নহারা পথে আমায়  
 টানবে অচিন-ডোরে॥

ছিল আমার মা অচেনা,  
 নিল আমায় কোলে।  
 সকল প্রেমই অচেনা গো,  
 তাই তো হৃদয় দোলে।  
 অচেনা এই ভুবন-মাঝে  
 কত সুরেই হৃদয় বাজে,  
 অচেনা এই জীবন আমার  
 বেড়াই তারি ঘোরে॥

২৩ আশ্বিন [১৩২১]

বুদ্ধগয়া

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো  
 সেই তো তোমার আলো।  
 সকল দ্বন্দ্ব-বিবোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো  
 সেই তো তোমার ভালো।  
 পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ  
 সেই তো তোমার গেহ।  
 সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিষ্ঠুর স্নেহ  
 সেই তো তোমার স্নেহ।  
 সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান  
 সেই তো তোমার দান।  
 মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ  
 সেই তো তোমার প্রাণ।  
 বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি  
 সেই তো স্বর্গভূমি।  
 সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি  
 সেই তো আমার তুমি॥

২৯ আশ্বিন [১৩২১]

প্রভাত

এলাহাবাদ

আগুনের  
 পরশমণি  
 ছোঁয়াও প্রাণে।  
 এ জীবন  
 পুণ্য করো  
 দহন-দানে।  
 আমার এই  
 দেহখানি  
 তুলে ধরো,  
 তোমার ঐ  
 দেবালয়ের  
 প্রদীপ করো,  
 নিশিদিন  
 আলোক-শিখা  
 জ্বলুক গানে।  
 আগুনের  
 পরশমণি  
 ছোঁয়াও প্রাণে  
 আঁধারের  
 গায়ে গায়ে  
 পরশ তব  
 সারা রাত  
 ফোটাক তারা  
 নব নব।  
 নয়নের  
 দৃষ্টি হতে  
 ঘুচবে কালো,  
 যেখানে  
 পড়বে সেথায়  
 দেখবে আলো,  
 ব্যথা মোর  
 উঠবে জ্বলে  
 উর্ধ্ব-পানে।  
 আগুনের  
 পরশমণি  
 ছোঁয়াও প্রাণে॥



১১ ভদ্র [১৩২১]

সুরুল

আঘাত করে নিলে জিনে,  
 কাড়িলে মন দিনে দিনে।  
 সুখের বাধা ভেঙে ফেলে  
 তবে আমার প্রাণে এলে,  
 বারে বারে মরার মুখে।  
 অনেক দুখে নিলেম চিনে॥

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে  
 ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।  
 বাটের মাঝে হাটের মাঝে  
 কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,  
 যখন আমার সব বিকালো  
 তখন আমায় নিলে কিনে॥

৮ ভাদ্র [১৩২১] বুধবার  
 সুরুল